দৈনিক ইনকিলাব

০৭

তারিখ 16 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

৩

গণশিক্ষার ভাতা প্রদান করা হোক

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের জন্য বর্তমান সরকার নিরক্ষরমুক্ত সমাজ গড়তে সমন্বিত ও পানুষ্ঠানিক শিক্ষা (গণশিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরে পরীক্ষামূলকভাবে ৪৭টি থানায় এ কার্যক্রম চালু করা হয়। মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় থানা এ কার্যক্রমের আওতাধীন। থানার নিরক্ষর (বয়স্ক) ব্যক্তিগণকে অক্ষর-জ্ঞান প্রদানের লক্ষ্যে সরকারীভাবে ৪০টি গণশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এ সকল কেন্দ্র পরিচালনার জন্য এলাকার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের নিয়োগ করা হয়। ৩ জন সুপার ভাইজার নিষ্ঠার সঙ্গে উল্লেখিত কেন্দ্র তত্ত্বাবধান করে আসছেন। নানা প্রতিকূল অবস্থা অপসারণ করে সরকারের ইপ্সিত আকাংখাকে বাস্তবে রূপ দানের জন্য এলাকার নিরক্ষর ব্যক্তিগণকে সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে শিক্ষা প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/শিক্ষিকা ও সুপার ভাইজারগণ ৩০ আগস্ট '৯৩ পর্যন্ত স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে জেলা কোঅর্ডিনেটর সকলের নিয়োগ ৩০-৮-৯৩ইং তারিখ হতে বাতিল করলেও বিগত ৩ মাসের বকেয়া ৩ মাসের (জুন, জুলাই, আগস্ট) ভাতাদি পরিশোধ করা হয়নি।

সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সমীপে আকুল আবেদন এই যে, উল্লেখিত বিষয়টি সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করে বকেয়া ভাতাদি প্রদান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

—মোঃ সায়েদুজ্জামান,
মোঃ মনির হোসেন,
রওশন আরা বেগম,
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।